ফরম-১৬

গণপরিবহণে চালক, কন্ডাক্টর বা সুপারভাইজার নিয়োগের চুক্তিপত্র

[বিধি ৩২ (২) দ্রষ্টব্য]

প্রথম পক্ষ

নিয়োগকারীর নাম: ---

পিতার নাম: --

মাতার নাম: --

প্রতিষ্ঠানের নাম: ---

ঠিকানা:--

দ্বিতীয় পক্ষ

চালক অথবা কন্ডাক্টর বা সুপারভাইজারের নাম: ---

লাইসেন্স নম্বর: ---

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: --

মেয়াদ: --

পিতার নাম: --

মাতার নাম: --

ঠিকানা: --

অতঃপর নিম্নবর্ণিতভাবে চুক্তিনামা সম্পাদন করা হইল:

১। **নিয়োগের উদ্দেশ্য:** নিয়োগকৃত চালক/কন্ডাক্টর বা সুপারভাইজার---------------------------------------নম্বর গণপরিবহণে অথবা-----------------------------প্রতিষ্ঠানের গণপরিবহণে নিয়োজিত থাকিবেন।

২। **নিয়োগ চুক্তিনামার মেয়াদ:** চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত এই চুক্তিনামা বলবৎ থাকিবে।

৩। **মজুরি:** (১) মালিক এবং শ্রমিকের সমঝোতার ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারিত হইবে, তবে সরকার ঘোষিত অন্যূন মজুরি (যদি থাকে) এর কম হইবে না। প্রত্যেক মালিক তৎকর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিককে মজুরী পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোনো মজুরিকাল ১ (এক) মাসের উর্ধ্বে হইবে না। কোনো শ্রমিকের যে মজুরীকাল সম্পর্কে তাহার মজুরী প্রদেয় হয় সেই কাল শেষ হইবার পরবর্তী ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে তাহার মজুরী পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) যেই ক্ষেত্রে কোনো শ্রমিকের চাকরি তাহার অবসর গ্রহণের কারণে অবসান হয় অথবা মালিক কর্তৃক তাহার ছাটাই/অপসারণ অথবা অন্য কোনো কারণে অপসারণ হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত শ্রমিককে প্রদেয় সকল মজুরি তাহার চাকরি অবসানের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কারণে কোনো শ্রমিকের মজুরি হইতে কর্তন কেবল তখনই করা যাইবে যখন তাহার নিয়োগের শর্তানুযায়ী যেই সকল কাজ করিবার কথা তখন তিনি সমস্ত সময়ের জন্য বা উহার কোনো অংশের জন্য অনুপস্থিত থাকেন।

৪। **কর্মঘণ্টা:** কোনো শ্রমিকের দৈনিক কর্মঘণ্টা হইবে আহার ও বিশ্রামের বিরতি ব্যতীত ৮ (আট) ঘণ্টা। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০৮ এর বিধান মোতাবেক অধিকাল ভাতা প্রদান সাপেক্ষে শ্রমিককে দিনে ১০ (দশ) ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করানো যাইবে। তবে সেইক্ষেত্রে উক্ত শ্রমিকের সম্মতি থাকিতে হইবে এবং অধিকাল কাজ আরম্ভ হইবার কমপক্ষে ২ (দুই) ঘণ্টা পূর্বে তাহাকে অবহিত করিতে হইবে। কোনো শ্রমিক কোনো প্রতিষ্ঠানে সাধারণত সপ্তাহে ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টার অধিক সময় কাজ করিবে না বা করানো যাইবে না।

বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ১০৮ মোতাবেক কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক সপ্তাহে ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টার অধিক সময় কাজ করিতে পারিবে, তবে শর্ত থাকে যে, কোনো শ্রমিকের সর্বমোট অতিরিক্ত কর্মঘন্টা বৎসরে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) ঘন্টার অধিক হইবে না।

৫। **বিশ্রাম:** কোনো মোটরযানে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো শ্রমিক –

(১) দৈনিক ৬ (ছয়) ঘন্টার অধিক কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন না, যদি না উক্ত দিনে বিশ্রাম বা আহারের জন্য ১ (এক) ঘন্টা বিরতি দেওয়া হয়;

(২) দৈনিক ৫ (পাঁচ) ঘন্টার অধিক কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন না, যদি না উক্ত দিনে উক্ত উদ্দেশ্যে তাহাকে আধা ঘন্টা বিরতি দেওয়া হয়; অথবা

(৩) দৈনিক ৮ (আট) ঘন্টার অধিক কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন না, যদি না উক্ত দিনে উক্ত উদ্দেশ্যে তাহাকে অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন একটি বিরতি অথবা অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন দুইটি বিরতি দেওয়া হয়।

৬। **ওভারটাইম (অধিকাল ভাতা):** যেই ক্ষেত্রে কোনো চালক অথবা কন্ডাক্টর বা সুপারভাইজার কোনো প্রতিষ্ঠানে বা মোটরযানে কোনো দিন বা সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময়ে কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে তিনি অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য তাহার মূল মজুরি ও মহার্ঘ ভাতা এবং এডহক বা অন্তর্বর্তী মজুরীর (যদি থাকে) সাধারণ হারের দ্বিগুণ হারে ভাতা পাইবেন।

৭। **ছুটি:** প্রতি সপ্তাহে অবিছিন্ন ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার একদিন ছুটি পাইবেন এবং উক্তরূপ ছুটির জন্য তাহার মজুরি হইতে কোনো কর্তন চলিবে না। কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জারীকৃত কোনো আদেশের ফলে কোনো শ্রমিক তাহার প্রাপ্য কোনো ছুটি হইতে বঞ্চিত হইলে সেই ক্ষেত্রে উক্ত শ্রমিককে অবস্থা অনুযায়ী যথাশীঘ্র সম্ভব উক্তরূপ ছুটির দিনের সমসংখ্যক ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে।

৮। **পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা:** প্রত্যেক চালক অথবা কন্ডাক্টর বা সুপারভাইজারকে স্বাস্থ্য হানিকর কার্যকলাপ এবং সুস্থ্য মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটায় এইরূপ মদ বা নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ হইতে বিরত থাকিতে হইবে। গণপরিবহনে চালক ও কন্ডাক্টর কর্তৃক নিয়মিতভাবে মোটরযানের আসন,হাতল,জানালা,অভ্যন্তরভাগ ইত্যাদি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। প্রতিদিন মোটরযান রাস্তায় চলাচল শুরু করিবার পূর্বে জ্বালানি , লুব্রিকেটিং অয়েল প্রভৃতি আছে কিনা এবং মোটরযানটি যান্ত্রিকভাবে ত্রুটিমুক্ত আছে কিনা তাহা মোটরযান চালক পরীক্ষা করিবেন। জানালার গ্লাস ভাঙ্গা বা গণপরিবহণের উপরের ছাদ দিয়া বৃষ্টিকালীন সময়ে পানি ভিতরে প্রবেশ করে কিনা প্রভৃতি নিরাপত্তা বিষয়ে কন্ডাক্টর বা সুপারভাইজার লক্ষ্য রাখিবেন। মোটরযানে প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সংরক্ষণ করিতে হইবে।

আমরা উভয়পক্ষ সাক্ষীগণের সামনে চুক্তিনামার মর্ম উপলব্ধি করিয়া অদ্য ----------------------তারিখ নিজ নিজ স্বাক্ষর প্রদান করিলাম।

চালক অথবা কন্ডাক্টর বা
সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষর

নিয়োগকর্তার নাম ও স্বাক্ষর

<u>সাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর</u>

১।

২।